

মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ

বালগঙ্গাধর

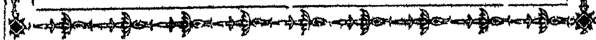
তিলকের তিরোভাব।



শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়-প্রমুখ
নির্বাচিত ও প্রকাশিত।



ভাষা-পরিষৎ লিমিটেড,
পুস্তক প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা।
২৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
বঙ্গাব্দ ১৩২৭ মূল্য ৷/১০ আনা।





পরলোকগত বাল-গঙ্গাধর তিলক।



তিলকের তিরোভাব।



হে মহাসমাধি-মগ্ন-শান্ত-মহাপ্রাণ,
হে গুরু-গম্ভীর-ধীর-স্থির-মতিমান,
মহাতেজগর্ভ-বিপ্র, দুর্জ্জয় ব্রাহ্মণ,
হে ভূদেব, বর্ণশ্রেষ্ঠ, ধর্ম্মপরায়ণ,
হে দ্বিজ, হে মুক্ত, শুদ্ধ, ভক্ত, শ্রেষ্ঠ বীর,
দেশাত্ম-সাধন-সিদ্ধ-সাধক-গম্ভীর,
হে দেশাত্ম-বোধ-দীপ্ত, প্রবুদ্ধ প্রধান,
হে জননায়ক, বাগ্মী, বরিষ্ঠ, বিদ্বান,
লোকমান্য হে তিলক, ভারত-নায়ক,
হে অপূর্ণ মনোরথ, উৎকট সাধক,
রে হতাশ মহাপ্রাণ, হায় কোথা যাও,
চিতাভস্ম উড়াইয়া হইলে উধাও।

বলে যাও, রাষ্ট্রবিদ্ কুটীল ব্রাহ্মণ,
মন্ত্রভেদ ভয়ে ভীত হও কি কারণ ?
কোন যজ্ঞে, কিবা মন্ত্রে, আত্মবিসর্জ্জন,
কোন দেশে, কিবা বেশে, তব অভিযান ?
কোন রণজয়ে, বিপ্র, করিলে প্রস্থান ?

সে দেশে নাহি কি দ্বেষ-ভেদ-দ্বন্দ্ব-রণ,
নাহি কি সে দেশে কভু সাধুর পীড়ন ?
নাহি কি সে দেশে পশু, তীব্র কশাঘাতে
ছিন্ন ভিন্ন পৃষ্ঠবংশ, দ্রুতরক্ত-পাতে
ভাসে কি ধরিত্রী-বক্ষ, ভাসে কি তথায় ?
মানুষ গলে না ! হায়, গিরি গলে যায় ।
নাহি কি জনতা-স্রোত, সে পুরীর পথে ?
অন্ধ-খঞ্জ-কুব্জ-ন্যুব্জ ছুটে তার সাথে !
কে কাহারে দলে যায়, দেখে না চাহিয়া,
স্বার্থান্ধজনতা দ্রুত চলিছে ছুটীয়া !
'দেহি' 'দেহি' আর্ত্তনাদ ঘর্ঘরের সাথে,
ব্রহ্মাণ্ড-কটাহ ভেদি' উঠে শূন্যপথে,
কে শুনে সে হাহাকার, কে করে বিচার,
শশব্যস্ত বিশ্ব অন্ধ, স্বার্থে আপনার ।

নহে কি সে দেশ মত্ত ঐশ্বর্য্য বিকারে,
মানুষ মারে কি বুকে ছুরি মানুষেরে ?
নাকি কি মানুষ তথা,—এমন মানুষ
জলস্থল অন্তরীক্ষে ছড়ায় কলুষ—
যেমন আমরা করি, তাপে পুড়ে মরি,
ভায়ে ভায়ে কাটাকাটি দ্বন্দ্ব মারামারি ! !

এমন পিশাচ কেহ আছে কি তথায়,
ভায়ের রুধিরে পুষ্ট, বিলাসে লুটায় ?
নিজে করে পরিধান মহার্ঘ বসন,
শীতাতপ আর্ত্তিদগ্ধ সহোদরগণ,
নগ্নদেহে শতখণ্ড বিশীর্ণ বসন,
জীর্ণকন্থা আবরণ; কিম্বা, অনশন ! !
কা'রো ভিক্ষা-পর্য্যটন উচ্ছিষ্ট-ভোজন,
স্বর্ণথালে কা'রো অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ;
সবল যে, খাবে ভাত, মরিবে দুর্ব্বল,
বাঁচিবে প্রবল, নতু, জনম বিফল !
এমন যে দেশ, দুঃখে ছাড়িয়া কোথায়,
যাও মহাপ্রাণ ? সঙ্গে নিবে কি আমায় ?

যাইব যাইব আমি, তোমার সে দেশে,
যে দেশে ছুটেছ তুমি, দীপ্তশুভ্রবেশে।
নাহি যেথা নির্য্যাতন, দুর্ব্বল-দলন,
'হা অন্ন হা' হাহাকার অকাল-মরণ!
যে দেশে নাহি গো জন্ম মৃত্যু-কারাগার,
নাহি মিথ্যা, ভয়, দ্রোহ, দুঃখ পারাবার!
নাহি গো যে দেশে ছবি, অস্থি-চর্ম্ম-সার,
নাহি যেথা রাশি রাশি ঐশ্বর্য্য-বিকার,
দরিদ্রে দলিয়া চলে, ঘৃণায় হেলায়,
হেসে খেলে চলে যায়, ফিরে নাহি চায়।

যে দেশে এমন রীতি, সে দেশে না রব,
যে দেশে সে ভালবাসে, সেই দেশে যাব;
দাঁড়াও দাঁড়াও, তুমি হয়ে গেলে পার,
কুলে মহামরু হেথা, সম্মুখে পাথার,
সাথী সঙ্গে কেহ নাই, জানি না সাঁতার,
ফিরাইয়া আন তরী, ওহে কর্ণধার,
ফিরাইয়া আন, আন,—করে নেও পার।
রবি ডুবে যায় ওই সম্মুখে আঁধার।

সহ্যাদ্রি-সৈকত-শায়ী প্রবীণ মারাঠা,
আর ত কহ না মহারাষ্ট্র নীতি-কথা,
আর ত কহ না সেই ধর্ম্ম-সনাতন,
আর ত কহ না কেবা রাখে গো-ব্রাহ্মণ ?
আর ত কহ না সেই অমৃত-বারতা,
আর ত কহ না সেই ভাগবতী-কথা,—
'সাধুরে করিতে ত্রাণ, দুষ্টের বিনাশ,
যুগে যুগে অবনীতে আমার প্রকাশ,—
কহিতে কহিতে কথা ভাসিল বদন,
জপিতে জপিতে গীতা মুদিলে নয়ন।
অকস্মাৎ ভারতের গগন আঁধার !
অকস্মাৎ বিশ্বব্যাপী একি হাহাকার !
অকস্মাৎ পরিপূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড ক্রন্দনে !
অকস্মাৎ জয়ধ্বনি উঠিল গগনে !

'জয়, তিলকের জয়', উঠে ধ্বনি বিশ্বময়,
'জয়' 'জয়' ভবনে ভবনে।
হে তিলক মহারাজ, কেন ভূমে পড়ে আজ,
ডাকে সব ব্যাকুল-পরাণে।

হে ভদ্র, হে বীর, আর্য্য, দেশ ধর্ম্ম তব কার্য্য,
ভুলে কেন সৈকত শয্যায়।
জাগো, জাগো মহাপ্রাণ, আর কে করিবে দান,
তুমি বিনা জীবন হেলায়।

পুণ্য লোক-হিতে দেহ, হেলায় ডারিলে ইহ,
সে ইন্ধন জগত-পাবন।
তা'র পূত ভস্মরাশি, আয়রে ভারতবাসি,
শিরে করি, করিরে বহন।

নাচরে সাগর বারি, সেই রেণু শিরে ধরি,
ছুটরে পবন দিগন্তর।
সেই চিতা-ধুম-গন্ধ, পেয়ে যাক ভববন্ধ,
এই চাহে ব্যাকুল অন্তর।

দেখিতে দেখিতে চিতা সজ্জিত হইল।
অগুরুচন্দন ধূপ তাহে মিশাইল।

লক্ষ অশ্রুজলে স্নান, সহ লক্ষ লক্ষ প্রাণ,
মহাপ্রাণ উঠিলা চিতায়!
পাবক গরজি রোষে, সেই দিব্য দেহ গ্রাসে
লক্ষ প্রাণ করে হায়, হায়!!

বাজিল জীমূত-মন্দ্রে মহাশূন্য পথে,
প্রলয় বিষাণ যেন পিনাকির হাতে।
পর-রাষ্ট্র-তন্ত্র-ভেদী অদ্ভুত প্রতিভা,
দীপ্ত দিবাকর সম গগনের শোভা,
লুপ্ত হ'ল ভারতের গগন হইতে,
খসিয়া নক্ষত্র-পতি পড়িল ভূমিতে।
ধ্রুবলোক ভ্রষ্ট হ'ল চিরস্থির পথ,
লক্ষ লক্ষ উল্কাপাতে উছলে জগৎ।
অমরা হইতে যেন হ'ল ইন্দ্রপাত,
সহসা ভারত-বক্ষে একি বজ্রাঘাত!
অকস্মাৎ হাহাকার উঠিল আকাশে,
অকস্মাৎ ক্ষুব্ধ সিন্ধু গরজিয়া আসে,
অকস্মাৎ চিতাধূম উঠিল গগনে,
অকস্মাৎ রক্ত-সন্ধ্যা চক্রবাল কোণে,
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ প্রলয়ের তরঙ্গ উত্তাল,
দেখিয়া আকুল-পাখী ছাড়িল উড়াল;
ফেলিয়া সাধের দেহ সাগরের কূলে,
ভাঙ্গিয়া খেলার ঘর সৈকত-সলিলে,
কর্ম্মক্লান্ত কলেবর ভস্মে করি শেষ,
কাহার উদ্দেশে কোথা হলে নিরুদ্দেশ

হে চিৎপাবন কুল-তিলক তিলক,
হে শ্রেষ্ঠ, হে একনিষ্ঠ স্বদেশ-সেবক,
হে বিদ্বান, বরীয়ান, ব্রাহ্মণ-সন্তান,
জরাগ্রস্ত ভারতের পরম কল্যাণ,
আর কে করিবে কবে? কেই বা বুঝিবে,
দুঃখদৈন্য ভারতের? আর কি ফুটিবে,—
মহাওজস্বিনী-বাণী-অনল-প্রকাশ,
মর্ম্মস্পর্শী তীব্র ভাষা মধুর-সম্ভাষ
ছন্দবন্ধ বাগ্মীতায়, ললিত গাথায়,
গম্ভীর নির্ঘোষে কভু মধুর ধারায়,
সিঞ্চিত করিবে দগ্ধ-বক্ষ ধরিত্রির,
আর কে ঢালিবে সুধা বক্ষে পৃথিবীর?
বিশালজনতা স্তব্ধ উৎকর্ণ হইয়া,
শুনিবে সে কলনাদ সকল ভুলিয়া!

যেন জাহ্নবীর ধারা, হায়রে পাগল পারা,
ছুটে বেগে সাগর সন্ধানে।
তা'র কুলে যোগী বসি', চেয়ে থাকে দিবানিশি,
সেই মুক্ত বারিরাশি পানে।

তা'র কলনাদ শুনি, গলে রসে সর্ব্ব প্রাণী,
সেই ধ্বনি আনন্দের খনি।
সে দর্শনে, সে শ্রবণে, যে আনন্দ জাগে প্রাণে,
সে আনন্দ-সীমা নাহি জানি।
তেমতি তোমার কথা মধুর ভারত-গাথা,
জাহ্নবীর ধারা যেন ছুটে।
জগত প্লাবন করি, ধায় বেগে সেই বারি,
স্মৃতি পটে সে লহরী ফুটে।
তা'র কুলে কুলে বসি', লক্ষ লক্ষ যায় ভাসি,
লক্ষ লক্ষ ধেয়ান-মগন।
সেই স্রোত মাঝে কেহ, কৃত স্নান দিব্য দেহ,
দিব্যজ্ঞান দিব্য প্রাণ-মন।

যেন,—

সংসার-সংগ্রাম জয় করিয়া সাধক,
ললাটে পরিয়া শুভ্র বিজয়-তিলক,
দিব্য-বেশ-গন্ধ-মাল্য দিব্য-দরশন,
দিব্যালোক-দীপ্তলোকে করে বিচরণ।

তিলকের স্মৃতিতীর্থে সকল ভারত,
স্নাত, শুদ্ধ, লুপ্ত-দ্বন্দ, বদ্ধ যুগপৎ

একসূত্রে, মহারাষ্ট্র-নীতির শৃঙ্খলে,
মিলিল ইস্‌লাম্‌-বেদ ভেদ-দ্বন্দ্ব ভুলে।
কহিলা, ইস্‌লাম্‌ ডাকি, রে আর্য্য ভারত,
'মাভৈ', হইবে দুঃখ দূর অচিরাৎ।
হইবে গোহত্যা যত লুপ্ত ধরা হতে
জাগিবে বিরাটশক্তি সমগ্র জগতে;
যা'র স্তন্য আশৈশব কর সুখে পান,
পশু নহে, সে মানবী-মায়ের সমান।
কি প্রচ্ছন্ন গূঢ়রূপে করে বিচরণ,
বক্ষের পীযুষ-রসে রাখেরে জীবন;
তা'রে মারি মাতৃ-বধ কেনরে করিস্‌।
অনন্ত নরকে, হায়, ডুবিয়া মরিস্‌!

কাঁদিয়া ইস্‌লাম্‌ কহে সুদূর গান্ধারে,—
"গো-ব্রাহ্মণ-বেদ-হিংসা, না করিস্, ওরে।"
তা'র প্রতিধ্বনি ছুটে দাক্ষিণাত্য হতে,
নিজাম কহিছে ডাকি "কি কাজ হিংসাতে!
এ নহে হিংসার ভূমি, মহাতীর্থ স্থল,
প্রতি ধূলিকণা যা'র ধরে মহাবল!

প্রতি ধূলিকণা গর্ভে সাধু মহাজন,
ওরে, রে, করিয়া আছে, আপন গোপন !
কোথায় ফেলিবি পদ, অতি-দর্প-ভরে,
ছড়াবি কলুষ বল, কোথা কা'র শিরে ?
আর না,—আর না, ওরে, আয়, ফিরে আয়,
বিলাস-লালসে আর, আর না রে, আয়।

জীয়াতে পার না যা'রে, তারে কেন মার,
অপরের নাশে হিত, কিবা আপনার ?
হিতে কর বিপরীত লালসার বশে,
আর না মজিস্, ওরে, পরহিংসা-দ্বেষে।
যে যাহারে মারে, পরে, সে মারে তাহায়,
যে যাহারে খায়, পরে, সেই তা'রে খায়।
ছাড়, ছাড়, রে মানব, বৃথা পশুঘাত,
মূকমূঢ় জগতের লহ আশীর্ব্বাদ ;
বিজয়ী হইবে তবে জীবন-সংগ্রামে,
লভিবে পরম শান্তি-পদ পরিণামে।"

নিরস্ত্র ইস্‌লাম্ ভূমে ফেলিলা কৃপাণ,
'জয় তিলকের জয়' ঘোষে মুসল্‌মান্।

যেমতি মিলিল গঙ্গা সাগর-সঙ্গমে,
তেমতি মিশিল আজি হিন্দু-মুসল্‌মানে ;
চন্দ্র-সূর্য্য পড়ি ভূমে আনন্দে লুটায়,
'জয় তিলকের জয়' সর্ব্বলোকে গায় ।
'জয় ভারতের জয়' 'জয় গো-মাতার,'
জয় ভক্ত সাধকের পদরেণু ভার,
হিমাচল হ'তে কুমারিকা জয় জয়,
'জয় গঙ্গা-গয়া-কাশী, ভারতের জয় ।

জয় দরিদ্রের জয়, উঠে ধ্বনি বিশ্বময়,
'জয় জয়' কুটীরে কুটীরে ।
জাগে সুপ্ত নারায়ণ, হাতে লয়ে সুদর্শন,
জয়নাদে পুলকে শিহরে ।

সহস্র সহস্র শির, সহস্র নয়ন,
সহস্র সহস্র পদে করে বিচরণ !
করে বিশ্ব টলমল, ত্রিপদের ভরে,—
সহসা উঠিয়া প্রভু সহস্রে সঞ্চরে !

পুলকে শিহরে স্বর্গ, কাঁপেরে নরক,
রাক্ষস পলায় ত্রাসে, নাচে রে সাধক !
সহস্র সহস্র কণ্ঠে উঠে জয়নাদ,
দেবতা বিস্ময় মানে, দানব প্রমাদ !
তাণ্ডবে ব্রহ্মাণ্ড টলে, তরঙ্গ উত্তাল,—
সহস্র সহস্র করে নাচে করবাল,
নাচেরে, চমকে শূন্যে, ঝলসে ঝমকে,—
ছুটে লক্ষ লক্ষ উল্কা পলকে পলকে !
সহস্র নয়নে রোষে করে নিরীক্ষণ,
কটাক্ষে প্রলয় করে, কটাক্ষে সৃজন ;
চন্দ্র সূর্য্য পদনিম্নে পুলকে শিহরে,
জাহ্নবীর ধারা, ধীরে, পদচুম্বি' ঝরে ;
নিশ্বাসে অসংখ্য বিশ্ব করে উদ্গীরণ,
প্রশ্বাসে প্রলয়-গর্ভে করে নিক্ষেপণ ;
ক্রীড়া কন্দুকের মত, চন্দ্র সূর্য্য লয়ে,
নাচেরে বিশালদ্যুতি হেলিয়ে দুলিয়ে ;
ভক্তেরে অভয় দেয় বরাভয় করে,
পাষণ্ডের কেশ ধরি আকর্ষণ করে,
নাচেরে, নাচেরে, রুদ্র—বিরাট পুরুষ,
নাচেরে, নাচেরে, ওই, নাশিয়া কলুষ ;

জয় বিরাটের জয়, জয় সর্ব্বতীর্থময়,
জয় জন্মভূমি মা আমার।
বিষ্ণুপাদপীঠ জয়, জয় নাম-যজ্ঞময়,
বেদময়-কর্ম্মবপু সার।
কি ভাগ্যে জন্মেছি আমি, জয় ভকতের ভূমি,
জয় জয় মহাভাগবত.—
জয় ভক্ত, যোগী জয়, জ্ঞানী কর্ম্মী, জয় জয়,
জয় বৌদ্ধ তান্ত্রিক ভারত।
গাহ গো-মাতার জয়, জয় তিলকের জয়,
'জয়-জয়' ভারতে ইস্‌লাম্।
ঈষা মুসা কোলাকুলি, আয় হিন্দু ভেদ ভুলি,
আয়, আয়, আয় রে খৃষ্টান্।
মহা-রাষ্ট্র-অভ্যুত্থানে, এক মহা জাগরণে
ডাকিছে তিলক মহাপ্রাণ।
যত ভেদ-দ্বন্দ্ব-দ্বেষ, এই যজ্ঞে কর শেষ
সংগ্রামের হোক অবসান্।
দেশ-জাতি-ভেদদ্বন্দ্ব, অনর্থ এ কর্ম্ম বন্ধ,
বিচারের এ নহে সময়।
সর্ব্ব শক্তি-সমন্বয়, এই কর্ম্মভূমে হয়
মানবের মহা অভ্যুদয়।

যেমতি সকল নদী, বহি' বহি' নিরবধি
এক মহাসাগরে মিশায়।
তেমতি সকল শক্তি, যত তর্ক যত যুক্তি,
প্রেমমহাসিন্ধু পানে ধায়।
সেই প্রেম-মহাসিন্ধু, জয় নদীয়ার ইন্দু,
পতিত-পাবন গুণধাম।
আচণ্ডালে দিলা কোল, মুখে 'হরি, হরি' বোল
বিনামূলে বিলাইয়া 'নাম',
"আবারো আসিবো" বলে কেঁদে কেঁদে গেছে চলে,
হায়, ফিরে এলোনা, সে আর।
আবারো এস গো ফিরে, লয়ে গঙ্গাধর, শিরে,
সেই মহা-প্রেম-অবতার।
ডাকিতে ডাকিতে যাঁরে, চলে গেলে পর-পারে
এসো ফিরে লয়ে তাঁরে, এসো মহাপ্রাণ!
ব্যাকুল জগত তরে আন ফিরাইয়া তাঁ'রে
ভেদ-দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-রণ হোক্ অবসান।

-ঃ (*) ঃ